মহাকবিবাণভট্টকৃতঃ কাদম্বর্যন্তর্গতঃ

শুকনাসোপদেশঃ

মূল, বিশ্লেষ, শব্দার্থ, সমার্থ, অনুবাদ, টীকা, অনুকথা,

বাংলাব্যাখ্যা ও ব্যাকরণ তথা সংস্কৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত বিশ্লেষণ

শ্রী সুনীল কুমার জানা

বুদ্ধচরিতম্ (তৃতীয়ঃ সর্গঃ), মনুসংহিতা (প্রথমোঽধ্যায়ঃ), অনুবাদচন্দ্রিকা, সরল সংস্কৃত অনুবাদ সহশিক্ষক, হর্ষচরিতম্ (পঞ্চম উচ্ছ্বাসঃ), কাব্যপ্রকাশঃ (প্রথমোল্লাসতঃ পঞ্চমোল্লাসপর্যন্তম্), কাব্যপ্রকাশঃ (নবমোল্লাসতঃ দশমোল্লাসপর্যন্তম্), Methodology of Teaching Sanskrit, আনন্দবর্ধনাচার্যপ্রণীতঃ ধ্বন্যালোকঃ (প্রথম উদ্দ্যোতঃ), সন্ধি-প্রকরণ, সংজ্ঞা-পরিভাষাপ্রকরণ, রুক্মিনীহরণম্, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে কবয়িত্রী প্রতিভা ইত্যাদি গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রণেতা।

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SHUKNASAPODESHA
Edited by :
Sunil Kumar Jana

ISBN : 978-93-92637-12-4

© প্রকাশক ও লেখক

প্রথম প্রকাশ :
১২ জানুয়ারি, ২০২৩

প্রকাশক :
সন্তোষ কুমার মণ্ডল
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা
কলকাতা-৭০০ ০৪৯

অক্ষরবিন্যাস :
সুখরঞ্জন বেরা
পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রিন্টিং:
নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য: ২০০ টাকা

উৎসর্গ

সংস্কৃতানুরাগী সমস্ত সারস্বত সাধক-সাধিকাদের
করকমলে উপহার দিলাম।

প্রস্তাবনা

াহিত্য হল জীবনের সঙ্গী। পৃথিবীর এমন কোন সাহিত্য রচিত হয়নি যা ীবনকেন্দ্রিক নয়। সাহিত্য প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। সুতরাং ভাষাশ্রয়ী াবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা কোমল লেখনীর স্পর্শে বাঙ্ময় সাহিত্য বা াব্যরূপে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলে আমরা অমর কাব্য ৃষ্টিকারী কবিদের কথা জানতে পারি। কিছু কিছু কবির জন্ম ইতিহাস ামরা সরাসরি জানতে পারি না, কিংবদন্তী নির্ভর হতে হয়। এমনই একজন কবি হলেন বাণভট্ট। সংস্কৃত সাহিত্যরসিক মাত্রই যাঁর নাম শুনলে াহন অরণ্যের সন্ধান পান। পথিক পথ হারায়। তবে সচেতন পথিক পথ চিনে আবার ফিরে আসে। গদ্যকাব্যজগতে বাণভট্টের অবদান হল— র্ষচরিত ও কাদম্বরী। শোনা যায় কাদম্বরীর রসাস্বাদন করে পাঠক নাকি খাওয়ার কথাও ভুলে যান। জয়দেবের কথায়— **'হৃদয়ে বসতি পঞ্চবাণস্তু াণঃ'**। তাঁর রচনার নবমল্লিকাদির মত পঞ্চবাণ পাঠকপ্রেমিকের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। তাই পাঠকচিত্ত দীর্ঘ সন্ধি ও সমাসের বেড়াজাল পেরিয়ে অনুভবের ছোঁয়া পান। আমরা জানি স্নাতকোত্তর স্তরে হর্ষচরিতম্ এর পঞ্চম উচ্ছ্বাস পাঠ্য আছে। কিন্তু স্নাতকস্তরে আছে কাদম্বরীর 'শুকনাসোপদেশঃ' নামক অংশটি। বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিনে পাঠ্য এই অংশটির খুব গভীর অনুশীলন প্রয়োজন। বর্তমানে সাহিত্য জগতে কাদম্বরীর এই অংশটির সম্পাদনার কাজ কম হয়নি। অধ্যাপক নীরদবরণ ভট্টাচার্যের লেখা আছে। অধ্যাপক অমল কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক যদুপতি ত্রিপাঠী মহাশয়রা এরকম বাংলা ভাষায় সম্পাদনার কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে হিন্দী ভাষায় এই অংশের সম্পাদনা আছে। তবুও ছাত্রদরদী আমার মন তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে এরকম একটা সম্পাদনার কাজে আমাকে প্রবৃত্ত করেছে। আমার শ্রমের মর্যাদা পাঠকদের প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে গুরুত্ব পাবে— এই আশা রাখলাম।

সুনীল কুমার জানা
এ-১১/৫৭৮, কল্যাণী, নদীয়া